যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2017
পৃ ৩ কলাম ৮

সরকারি স্কুলে চলন্ত সিঁড়ি চায় না পরিকল্পনা কমিশন

হামিদ-উজ-জামান

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসকেলেটর (চলন্ত সিঁড়ি) স্থাপনের উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কিন্তু এতে ভেটো দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। এক্ষেত্রে চারটি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— বিদ্যুৎ অপচয় বাড়বে, রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হবে না ও নষ্ট হয়ে পড়ে থাকবে, শিক্ষার্থীদের হাঁটার অভ্যাস নষ্ট হবে এবং অর্থের অপচয় হবে। তাই এ উদ্যোগটি প্রকল্প থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হতে পারে কমিশনের পক্ষ থেকে। এছাড়া প্রস্তাবিত 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির বিভিন্ন খাতের ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বলে জানা গেছে।

৬১৬৫ কোটি টাকার প্রকল্পে বিভিন্ন ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৬ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা। যদিও ইতিমধ্যেই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন পাওয়া এ প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৪ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা। কিন্তু সেখান থেকে ১ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা বাড়িয়ে নতুন করে অনুমোদনের প্রস্তাব করা হলে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় এসব ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

সরকারি স্কুলে চলন্ত সিঁড়ি চায় না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. মহিউদ্দিন খান শনিবার যুগান্তরকে জানান, এটা অবশ্যই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। কিন্তু দেশ যেহেতু এগিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু এরকম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় প্রথমে লিফট স্থাপনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, লিফট দিলে অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকবে না। ফলে বাচ্চারা ভেতরে আটকা পড়লে ভয় পেতে পারে। তাছাড়া দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। সেজন্য এসকেলেটর দেয়া যেতে পারে। এতে বিদ্যুৎ না থাকলেও সিঁড়ি ব্যবহার করা যাবে। তার এ নির্দেশনা পেয়ে আমরা এসকেলেটর স্থাপনের সংস্থান রেখেছি। তবে পরিকল্পনা কমিশনের যুক্তি ঠিকই আছে বলে মনে করেন তিনি। যেকোনো উদ্যোগেরই সুবিধা-অসুবিধা দুটোই থাকে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পরিকল্পনা কমিশন থেকে সুপারিশ পেলে আমরা উচ্চপর্যায়ে জানাব। তারপরই সিদ্ধান্ত।

এদিকে পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক কর্মকর্তা জানান, ৫ তলা ভিতের ওপর ৫ তলা ভবন নির্মাণের কথা। সেখানে এসকেলেটর স্থাপনের সংস্থানটি বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হতে পারে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে ৩৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের অধীন। ইতিমধ্যেই অন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এসব বিদ্যালয় নতুনভাবে উন্নয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২৩টি সরকারি বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২১ মার্চ একনেক বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে ওই বৈঠকে অনুমোদন পায় প্রকল্পটি। শর্তগুলো হচ্ছে, মাল্টিস্টোরেড বিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি আদর্শ নকশা প্রণয়ন, নকশায় আবশ্যিকভাবে টানা বারান্দা, খোলামেলা ক্লাস রুম, দরজা-জানালার ওপর লুপ গ্লাসের জানালার সংস্থান, ছাদের পানি যাতে সহজেই নেমে যেতে পারে সেজন্য ছাদ ঢালু করা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা কমন রুম ও পর্যাপ্ত পানিসহ আলাদা বাথ রুম, অ্যাসেম্বলি ও খেলার মাঠ, প্রতিটি ভবনের দু'পাশে দুটি বের হওয়ার রাস্তা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং লিফটের পরিবর্তে এসকেলেটরের ব্যবস্থা করা। এছাড়া আদর্শ নকশা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়ে নিতে হবে। এসব শর্ত পালন করতে গিয়ে প্রাক্কলিত ব্যয় বেড়ে গেলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একনেকের সিদ্ধান্তের আলোকে গত ২০ জুলাই প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়ে সম্মতি নেয়া হয়েছে। আর একনেকের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে প্রকল্পের ব্যয় ১ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা, যা আগের ব্যয়ের তুলনায় ৩২ দশমিক ৮৭ শতাংশ বেশি। এত ব্যয় বাড়ায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, ৬ নভেম্বর প্রকল্পটির ওপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় যেসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে ৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে; সম্পূর্ণ নির্মাণধর্মী একটি প্রকল্পে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে 'অপারেশন কস্ট ফর পিআইইউ' অংশে ৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয় অত্যধিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে যেহেতু নতুন ভবন হবে সেখানে এসব বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা জানতে চাওয়া হয়। প্রস্তাবিত নতুন ভবনের ক্ষেত্রে ব্যয় প্রাক্কলনের সঙ্গে ৫ শতাংশ হারে 'অ্যাড এক্সট্রা কস্ট ফর ৩২ এমপিএ কংক্রিট'-এর ব্যয় ধরা হয়েছে। এ ব্যয়ের যৌক্তিকতা জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রতিটি ভবনের মাটি পরীক্ষার ব্যয় ধরা হয়েছে দেড় লাখ টাকা। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন বলছে সাধারণত এ খাতে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। তাই ব্যয় কমাতে হবে।